১. চাকরি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২-৩৪ অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় নিরুপণ করতে হবে। চাকরি হইতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(ক) চাকরি হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;
অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো—

(অ) বেতন, মজুরি, পারিশ্রমিক

(আ) ভাতা (ছুটি ভাতা, নগদায়ন, বোনাস, কমিশন, ওভারটাইম ইত্যাদি)

(ই) অগ্রিম বেতন

(ঈ) আনুতোষিক (Gratuity), অ্যানুইটি, পেনশন

(উ) পারকুইজিট (Perquisites)

(ঊ) বেতনের পরিবর্তে বা বেতনের অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক

(খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়;

(গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন; বা

(ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা।

তবে, নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ চাকরি হইতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন এরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর কোনো কর্মচারীর হৃদযন্ত্র, বৃক্ক, চক্ষু, যকৃত ও মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অপারেশন, কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং ক্যানসার সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; বা

(খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা।

(গ) কোম্পানি কর্তৃক গোষ্ঠী বীমা বাবদ কোনো কর্মচারীর পক্ষে বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম।

যেক্ষেত্রে কোনো একজন কর্মচারী চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্ত হন এবং এই ভাতাসমূহের কিছু অংশ যদি ব্যয়িত না হয় তবে উক্ত অব্যয়িত অংক চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

উদাহরণ: চাকরি হইতে আয় নিরূপণ

ধরা যাক জনাব সৌমিক একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি 2024-25 করবর্ষে নিচের বেতন ও সুবিধা পেয়েছেন—

1. মূল বেতন (Basic Salary): ৮,০০,০০০ টাকা
2. হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স (House Rent Allowance): ৩,০০,০০০ টাকা
3. মেডিকেল অ্যালাউন্স (Medical Allowance): ১,৫০,০০০ টাকা
4. বোনাস: ১,০০,০০০ টাকা
5. প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার অবদান: ১,২০,০০০ টাকা
6. ব্যাংক থেকে ফ্রি গাড়ি সুবিধা (Perquisite): ৬০,০০০ টাকা
7. কর্মচারী শেয়ার স্কিম থেকে লাভ: ৫০,০০০ টাকা
8. গত বছরের বকেয়া বেতন (Arrear Salary – আগে কর হয়নি): ৭০,০০০ টাকা
9. অফিস থেকে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সহায়তা: ২,০০,০০০ টাকা
10. চাকরির কাজে অফিস ভ্রমণ বাবদ ট্রাভেল অ্যালাউন্স (Travel Allowance): ৫০,০০০ টাকা, এর মধ্যে তিনি বাস্তবে ৪০,০০০ টাকা খরচ করেছেন, আর বাকি ১০,০০০ টাকা খরচ হয়নি (অব্যয়িত)।
11. কোম্পানি কর্তৃক তার জন্য গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম: ৩০,০০০ টাকা

চলুন একে একে ভাগ করি

(ক) চাকরি হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা

এখানে যাবে—

- মূল বেতন (৮,০০,০০০ টাকা)
- হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স (৩,০০,০০০ টাকা)
- মেডিকেল অ্যালাউন্স (১,৫০,০০০ টাকা)
- বোনাস (১,০০,০০০ টাকা)
- নিয়োগকর্তার অবদান (প্রভিডেন্ট ফান্ডে) (১,২০,০০০ টাকা)
- ফ্রি গাড়ি সুবিধা (৬০,০০০ টাকা)

মোট = ১৫,৩০,০০০ টাকা

(খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়

- শেয়ার স্কিম থেকে লাভ = ৫০,০০০ টাকা

(গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন

- গত বছরের বকেয়া বেতন (যা আগে কর হয়নি) = ৭০,০০০ টাকা

(ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা

আমাদের উদাহরণে জনাব সৌমিক এখনো চাকরিরত, তাই এখানে কোনো টাকা আসছে না।

(যদি পেনশন, গ্র্যাচুইটি, অবসরকালীন সুবিধা ইত্যাদি পেতেন, তাহলে এখানে যোগ হতো।)

তবে আইন কিছু নির্দিষ্ট প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে গণনা করবে না

(ক) চিকিৎসা ব্যয় (ক্যান্সার/অঙ্গ প্রতিস্থাপন ইত্যাদি)

আইন বলছে, এসব রোগ বা চিকিৎসা খাতে প্রাপ্ত অর্থ চাকরি হইতে আয় হিসেবে ধরা হবে না।

- তাই ২,০০,০০০ টাকা বাদ যাবে।

(খ) যাতায়াত/ভ্রমণ/দৈনিক ভাতা

নিয়ম হলো:

- যা খরচ হয়েছে, সেটা আয় নয়। খরচ হয়েছে ৪০,০০০ টাকা → আয় নয়

- যা খরচ হয়নি (অব্যয়িত), সেটা আয় হিসেবে ধরতে হবে। খরচ হয়নি ১০,০০০ টাকা → আয় হিসেবে গণ্য হবে

(গ) গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম

কোম্পানি তার জন্য যে প্রিমিয়াম দিয়েছে (৩০,০০০ টাকা), সেটা চাকরি হইতে আয় নয়।

সৌমিকের চাকরি হইতে আয়	= চাকরি হতে প্রাপ্ত আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা + কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয় + কর অনারোপিত বকেয়া বেতন + অব্যয়িত যাতায়াত ভাতা = ১৫,৩০,০০০ + ৫০,০০০ + ৭০,০০০ + ১০,০০০ = ১৬,৬০,০০০ টাকা।

২. পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা

পারকুইজিট (Perquisite), ভাতা (Allowance) ও সুবিধা (Benefit)-এর আর্থিক মূল্য যদি সরাসরি টাকা আকারে না দেওয়া হয়, তাহলে সরকার নির্ধারিত নিয়মে তার monetary value (আর্থিক মূল্য) নির্ধারণ করতে হবে।

১। আবাসন সুবিধা (Housing Facility)

Case (ক): যদি নিয়োগকর্তা কর্মচারীর জন্য বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেন বা ফ্রি বাসার ব্যবস্থা করেন → তখন ঐ বাসার বার্ষিক ভাড়া (annual rental value) কর্মচারীর "আয়" হিসেবে ধরা হবে।

Case (খ): যদি কর্মচারীকে হ্রাসকৃত ভাড়ায় বাসা দেওয়া হয় → তখন বাসার ন্যায্য ভাড়া ও কর্মচারীর দেওয়া ভাড়ার মধ্যে পার্থক্যটাই আয় হিসাবে গণনা হবে।

উদাহরণ: একজন কর্মচারীর জন্য অফিস মাসে ৫০,০০০ টাকা ভাড়ার বাসা দিয়েছে। তিনি নিজে মাসে ১০,০০০ টাকা ভাড়া দিচ্ছেন। তাহলে তার চাকরি হতে আয় = (৫০,০০০ × ১২) − (১০,০০০ × ১২) = ৪,৮০,০০০ টাকা।

২। মোটরগাড়ি সুবিধা (Motor Car Facility)

কর্মচারীর ব্যবহারের জন্য গাড়ি দিলে, তার সিসি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাসিক অঙ্ককে আয় হিসেবে ধরা হবে।

- ১৫০০ সিসি পর্যন্ত → মাসিক ১৫,০০০ টাকা (বা বছরে ১,৮০,০০০ টাকা)
- ১৫০০ – ২০০০ সিসি পর্যন্ত → মাসিক ২০,০০০ টাকা (বা বছরে ২,৪০,০০০ টাকা)
- ২০০০ – ২৫০০ সিসি পর্যন্ত → মাসিক ৩০,০০০ টাকা (বা বছরে ৩,৬০,০০০ টাকা)
- ২৫০০ সিসির উপরে → মাসিক ৫০,০০০ টাকা (বা বছরে ৬,০০,০০০ টাকা)

উদাহরণ: একজন অফিসারকে অফিস ২০০০ সিসি গাড়ি দিয়েছে।
তাহলে তার আয় হিসাবে ধরা হবে মাসিক ২০,০০০ টাকা × ১২ = ২,৪০,০০০ টাকা।

৩। অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা (Other Perquisites, Allowances or Benefits)

যদি উপরোক্ত দুটির বাইরে কোনো সুবিধা থাকে (যেমন – ক্লাব মেম্বারশিপ, ড্রাইভার, ফ্রি সার্ভিস, পণ্য বা ভাউচার ইত্যাদি), তাহলে তার ন্যায্য বাজার মূল্য (fair market value) ধরা হবে।

উদাহরণ: একজন কর্মচারীকে অফিস বছরে ১,০০,০০০ টাকার জিম মেম্বারশিপ দিয়েছে। পুরো ১,০০,০০০ টাকা তার "চাকরি হতে আয়" এর অংশ হবে।

জনাব রফিকুল ইসলাম একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। ২০২৪-২৫ করবর্ষে তার আয় ও সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

1. মূল বেতন মাসিক ১,০০,০০০ টাকা
2. চিকিৎসা ভাতা মাসিক ১০,০০০ টাকা
3. অফিস তার জন্য মাসে ৫০,০০০ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেছে, যেখানে তিনি নিজে ভাড়া দিচ্ছেন মাত্র ১০,০০০ টাকা। অফিস ভাড়া দিচ্ছে ৪০,০০০।
4. অফিস তাকে ২০০০ সিসি গাড়ি দিয়েছে।
5. কোম্পানি তার জন্য বছরে ১,০০,০০০ টাকার জিম মেম্বারশিপ দিয়েছে।

বিবরণ	টাকা
মূল বেতন (Basic Salary) (১,০০,০০০ × ১২)	১২,০০,০০০
চিকিৎসা ভাতা (Medical Allowance) (১০,০০০ × ১২)	১,২০,০০০
আবাসন সুবিধা (Housing Facility) (৫০,০০০ – ১০,০০০) × ১২	৪,৮০,০০০
মোটরগাড়ি সুবিধা (Motor Car Facility) (২০,০০০ × ১২)	২,৪০,০০০
অন্য সুবিধা (Other Benefits) (জিম মেম্বারশিপ ১,০০,০০০ টাকা)	১,০০,০০০
মোট চাকরি হতে করযোগ্য আয়	**২১,৪০,০০০**

৩. কর্মচারী শেয়ার স্কিম থেকে আয়

কর্মচারী শেয়ার স্কিম (Employee Share Scheme) থেকে আয়

আইন বলছে: যদি কোনো কর্মচারী কোম্পানির শেয়ার স্কিমের অধীনে শেয়ার পান, তাহলে সেই শেয়ার প্রাপ্তির বছরেই তার "চাকরি হইতে আয়" এর সাথে যোগ হবে। অর্থাৎ, শেয়ার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আয় হিসাবে গণ্য হবে, শুধুমাত্র বিক্রি না করলেও।

ধাপ ১: প্রাপ্তির সময়ে আয় নিরূপণ

আয় = শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য – শেয়ার অর্জনের ব্যয়

- FMV (Fair Market Value) – শেয়ার পাওয়া সময়ে বাজারে শেয়ারের মূল্য
- শেয়ার অর্জনের ব্যয় (Cost of Acquisition) – কর্মচারী যে টাকা দিয়েছে বা অন্য কোনো মূল্য পরিশোধ করেছেন শেয়ার পাওয়ার জন্য

উদাহরণ: কোম্পানি একজন কর্মচারীকে ১,০০,০০০ টাকার শেয়ার ২০,০০০ টাকায় অফার করলো।
অর্থাৎ, কর্মচারী ২০,০০০ টাকা দিয়ে শেয়ার কিনেছে, কিন্তু বাজারে সেটার মূল্য ১,০০,০০০ টাকা।

- শেয়ারের FMV = ১,০০,০০০ টাকা। কর্মচারী যে টাকা দিয়েছে = ২০,০০০ টাকা

তাই চাকরি হইতে আয় = ১,০০,০০০ – ২০,০০০ = ৮০,০০০ টাকা

ধাপ ২: শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তরের সময় আয় নিরূপণ

যদি কর্মচারী পরে শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তর করেন, তখন আয় নিরূপণ হবে—

আয় = বিক্রয় মূল্য – শেয়ার অর্জনের জন্য দেওয়া মূল্য

উদাহরণঃ কোম্পানি একজন কর্মচারীকে ১,০০,০০০ টাকার শেয়ার ২০,০০০ টাকায় অফার করলো। এর কিছু দিন পর সেই শেয়ারের মূল্য (FMV) দাঁড়ালো ১,২০,০০০ টাকা, তাহলে শেয়ার **বিক্রির সময় আয় কত হবে**?

- বিক্রয় মূল্য = ১,২০,০০০ টাকা, শেয়ার অর্জনের ব্যয় = ২০,০০০ টাকা

তাই আয় = ১,২০,০০০ – ২০,০০০ = ১,০০,০০০ টাকা

অর্থাৎ বিক্রি করলে যে অতিরিক্ত লাভ হয়েছে, সেটাও চাকরি হইতে আয় হিসেবে ধরা হবে।

৪. ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ

চাকরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। দফাসমূহ নিম্নরূপ:

১। দফা (১৪) – ব্যয় পুনর্ভরণ (Reimbursement)

কোনো কর্মচারী যদি তার চাকরির দায়িত্ব পালন করার সময় নিজের টাকা খরচ করে, এবং নিয়োগকারী (কোম্পানি) পরে সেই খরচ ফেরত দেয়, তাহলে এই ফেরতকৃত টাকা চাকরি হইতে আয় হিসেবে গণ্য হবে না।

শর্তসমূহঃ

1. **দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক ব্যয়:**
   ব্যয়টি অবশ্যই অফিস/কোম্পানির কাজে করা হতে হবে।
   উদাহরণঃ অফিস ভ্রমণ, অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি।
2. **নিয়োগকারীর জন্য সর্বাধিক সুবিধাজনকভাবে ব্যয় করা হয়েছে:**
   কর্মচারী যে ব্যয় করেছে তা কোম্পানির জন্য সবচেয়ে কার্যকর এবং উপযোগী হয়েছে।

উদাহরণঃ সৌমিককে অফিসের জন্য সরঞ্জাম কিনতে হয়েছে ২০,০০০ টাকা। কোম্পানি পরে পুরো ২০,০০০ টাকা ফেরত দিয়েছে। তাহলে এই ২০,০০০ টাকা চাকরি হইতে আয় নয়, করমুক্ত।

২। দফা (২৭) – আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত

মোট "চাকরি হইতে আয়" থেকে এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ লাখ টাকা, যা কম, তা করযোগ্য আয় থেকে বাদ দেওয়া যাবে। অর্থাৎ, কর্মচারীকে এই অংশের উপর কর দিতে হবে না।

উদাহরণঃ মোট চাকরি হইতে আয় = ১২,০০,০০০ টাকা

- এক-তৃতীয়াংশ = ৪,০০,০০০ টাকা
- ৫ লাখ টাকা > ৪,০০,০০০ → দুইয়ের মধ্যে কম ৪ লাখ → তাই **৪,০০,০০০ টাকা করমুক্ত**
- করযোগ্য আয় = ১২,০০,০০০ – ৪,০০,০০০ = ৮,০০,০০০ টাকা

উদাহরণঃ মোট চাকরি হইতে আয় = ১৮,০০,০০০ টাকা

- এক-তৃতীয়াংশ = ৬,০০,০০০
- ৫ লাখ < ৬,০০,০০০ → দুইয়ের মধ্যে কম ৫ লাখ → **৫,০০,০০০ টাকা করমুক্ত**
- করযোগ্য আয় = ১৮,০০,০০০ − ৫,০০,০০০ = ১৩,০০,০০০ টাকা

৫. সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরুপণ

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরুপনঃ

- ✓ পুরাতন প্রজ্ঞাপন ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখঃ ২১ জুন ২০১৭ রহিতক্রমে নতুন এস,আর,ও নং ২২৫/আইন/আয়কর-০৭/২০২৩; তারিখঃ ১৩ জুলাই, ২০২৩ জারিকরন।
- ✓ মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস ছাড়া অন্যান্য সকল ভাতা ও সুবিধাদি যেমন, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, বিনোদন ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা করমুক্ত।
- ✓ এক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৭) সুবিধা গ্রহনযোগ্য নয়।
- ✓ এস,আর,ও নং ২২৫/আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হবে।

এস,আর,ও নং ২২৫/আইন/আয়কর-০৭/২০২৩; তারিখঃ ১৩ জুলাই, ২০২৩:

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বিবরন যাদের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্যঃ

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃতঃ

(অ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী।

(আ) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী।

(ই) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী।

(ঈ) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী।

(উ) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী।

(ঊ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী।

(খ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃতঃ

(অ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ি যে সকল ব্যক্তিবর্গ।

(গ) সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে বেতন ও আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্ত ব্যক্তিগন।

সরকারি বেতন আদেশ বা নির্দেশঃ

চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এবং চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) তে উল্লেখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত আদেশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যে সকল করদাতা সরকারি বেতন ভাতাদি আদেশের আওতায় বেতন আয় প্রাপ্ত হন না, তাদের ক্ষেত্রে এস,আর,ও নং ২২৫/আইন/আয়কর-০৭/২০২৩; তারিখঃ ১৩ জুলাই, ২০২৩ প্রযোজ্য হবে না। তাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারাঃ ৩২-৩৪ এবং ষষ্ঠ তফসিলের দফা (১৪) এবং (২৭) গ্রহনযোগ্য হবে।

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশসমূহে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি করমুক্ত থাকবে, যথা:-

ক্রমিক	ভাতার নাম	ক্রমিক	ভাতার নাম	ক্রমিক	ভাতার নাম
1	চিকিৎসা ভাতা	15	প্রেষণ ভাতা	29	পিবিএক্স এলাউয়েন্স
2	নববর্ষ ভাতা	16	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা	30	সশস্ত্র শাখা ভাতা
3	বাড়ি ভাড়া ভাতা	17	জুডিশিয়াল ভাতা	31	বিউগলার এলাউয়েন্স
4	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	18	চৌকি ভাতা	32	নার্সিং এলাউয়েন্স
5	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	19	ডোমেস্টিক এইড এলাউয়েন্স	33	দৈনিক বা খোরাকী ভাতা
6	কার্যভার ভাতা	20	ঝুঁকি ভাতা	34	ট্রাফিক এলাউয়েন্স

7	পাহাড়ি ভাতা	21	একটিং এলাউয়েন্স	35	রেশন মানি
8	ভ্রমণ ভাতা	22	মোটরসাইকেল ভাতা	36	সীমান্ত ভাতা
9	যাতায়াত ভাতা	23	আর্মরার এলাউয়েন্স	37	ব্যাটম্যান ভাতা
10	টিফিন ভাতা	24	নিঃশর্ত যাতায়াত ভাতা	38	ইন্সট্রাকশনাল এলাউয়েন্স
11	পোশাক ভাতা	25	টেলিকম এলাউয়েন্স	39	নিযুক্তি ভাতা
12	আপ্যায়ন ভাতা	26	ক্লিনার এলাউয়েন্স	40	আউটফিট ভাতা
13	ধোলাই ভাতা	27	ড্রাইভার এলাউয়েন্স	41	গার্ড পুলিশ ভাতা
14	বিশেষ ভাতা	28	মাউন্টেড পুলিশ এলাউয়েন্স		

উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী করদাতাগণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বেতন ও ভাতাসমূহই কেবল করমুক্ত। এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী করদাতাগণ অন্য যা কিছুই প্রাপ্ত হন না কেন, তা **করযোগ্য হবে** এবং উক্ত করদাতাগণ **ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২৭) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন না**।

৬. উদাহরণ

উদাহরণ-১

জনাব মিজানুর রহমান বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৫৬,৫০০
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
উৎসব ভাতা	১,১৩,০০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৩০০

তিনি সরকারি বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি একটি তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কিমে মাসিক ৫,০০০ টাকার কিস্তি জমা করেন।

উত্তর

জনাব মিজানুর রহমানের মোট আয় এবং করদায় পরিগণনা **২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য নিচে দেওয়া হলো:**

মোট আয় পরিগণনা:

মূল বেতন (৫৬,৫০০ টাকা x ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০ টাকা x ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০ টাকা x ১২) = ১৮,০০০ (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা = ১১,৩০০ (করমুক্ত)	
মোট আয়	**৭,৯১,০০০**

করদায় পরিগণনা:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হারে	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
অবশিষ্ট ৩,৪১,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩৪,১০০
মোট করদায়	**৩৯,১০০**

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা:

ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ টাকা x ১২)	১,৬৮,০০০
কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ টাকা x ১২)	১,৮০০
গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ টাকা x ১২)	১,২০০
ডিপোজিট পেনশন স্কিমের কিস্তি (৫,০০০ টাকা x ১২)	৬০,০০০
মোট বিনিয়োগ	**২,৩১,০০০**

- ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ করমুক্ত

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক) ০.০৩ x ৭,৯১,০০০ (মোট আয়ের ৩%)	২৩,৭৩০
(খ) ০.১৫ x ২,৩১,০০০ (মোট বিনিয়োগের ১৫%)	৩৪,৬৫০
(গ) ১০,০০,০০০ টাকা (সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা)	১০,০০,০০০
(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম	**২৩,৭৩০**

'ক' = যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে:

- কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়
- হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য আয়
- অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ থেকে প্রাপ্ত শেয়ার আয়
- চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য আয়

'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ

কর রেয়াতের পরিমাণ:

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,৭৩০ টাকা।

প্রদেয় করের পরিমাণ (৩৯,১০০ ২৩,৭৩০) = ১৫,৩৭০ টাকা।

উদাহরণ-২

ধরা যাক, উদাহরণ-১ এ বর্ণিত করদাতা জনাব মিজানুর রহমান একটি সরকারি একাডেমিতে ক্লাস নিয়ে লেকচার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, বিদেশ ভ্রমণ হতে ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছেন।

উত্তর

উক্ত আয়সমূহ যেহেতু জনাব মিজানুর রহমান এর জন্য প্রযোজ্য সরকারি বেতন আদেশভুক্ত নয় তাই এ সকল আয় করমুক্ত প্রাপ্তি/সুবিধা বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এ সকল আয় করযোগ্য হবে।

উদাহরণ-৩

উদাহরণ-১ এ উল্লিখিত আয় ও বিনিয়োগ একজন প্রতিবন্ধী কর্মচারীর থাকে।

উত্তর

প্রতিবন্ধী কর্মচারীর থাকে ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০ টাকা। ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে তার মোট আয় এবং করদায়ের পরিমাণ হবে:

মোট আয় পরিগণনা:

মূল বেতন (৫৬,৫০০ টাকা x ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০ টাকা x ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০ টাকা x ১২) = ১৮,০০০ (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা = ১১,৩০০ (করমুক্ত)	
মোট আয়	**৭,৯১,০০০**

করদায় পরিগণনা:

প্রথম ৪,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হারে	০	
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০	
অবশিষ্ট ২,১৬,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	২১,৬০০	
মোট করদায়		**২৬,৬০০**

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা:

ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ টাকা x ১২)	১,৬৮,০০০
কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ টাকা x ১২)	১,৮০০
গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ টাকা x ১২)	১,২০০
ডিপোজিট পেনশন স্কিমের কিস্তি (৫,০০০ টাকা x ১২)	৬০,০০০
মোট বিনিয়োগ	**২,৩১,০০০**

- ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ করমুক্ত

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক) ০.০৩ x ৭,৯১,০০০ (মোট আয়ের ৩%)	২৩,৭৩০
(খ) ০.১৫ x ২,৩১,০০০ (মোট বিনিয়োগের ১৫%)	৩৪,৬৫০
(গ) ১০,০০,০০০ টাকা (সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা)	১০,০০,০০০
(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম	**২৩,৭৩০**

'ক' = যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে:

- কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়
- হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য আয়
- অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ থেকে প্রাপ্ত শেয়ার আয়
- চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য আয়

'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ

কর রেয়াতের পরিমাণ:

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,৭৩০ টাকা।

করের পরিমাণ (২৬,৬০০ - ২৩,৭৩০) = ২,৮৭০ টাকা

কিন্তু করদাতার কর্মস্থল বাংলাদেশ সচিবালয় এর অবস্থান **ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন** এলাকায় হওয়ায় তার জন্য সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ **৫,০০০ টাকা**।

করদাতার নীট প্রদেয় কর (পরিশোধযোগ্য অংক) = ৫,০০০

করদাতা যদি **ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন** বা **চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন** এলাকায় অবস্থান করেন তবে তার জন্যও সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ হবে **৫,০০০ টাকা**।

অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ **৪,০০০ টাকা**।

সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ **৩,০০০ টাকা**।